দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

প্রতি থানায় স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হোক

সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাব (২০ সেপ্টেম্বর-৯৩) ও অন্য একটি দৈনিকে (১৮ আগস্ট-৯৩) প্রকাশিত প্রতিবেদন মর্মে আমরা জানতে পারলাম যে, সরকারের পূর্বঘোষিত প্রতি থানায় একটি হাই স্কুল ও একটি কলেজ সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে। এ খবরে আমরা বিস্মিত ও হতবাক হলাম। কেননা, মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই ১৯৯১-৯২ সনের জাতীয় বাজেটে সর্বপ্রথম এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে সূত্রে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিভিন্ন জনসভায় প্রতি থানায় 'সরকারী নীতিমামলা মোতাবেক' স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ করা হবে ঘোষণা দিয়েছেন, এমনকি কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণের ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছেন। জাতীয় সংসদেও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রেও এ খবর বহুবার প্রচারিত হয়েছে। জনসাধারণও এ ব্যাপারে জেনে গেছেন এবং নিশ্চিত যে, সরকারের এ মহৎ উদ্যোগ শীঘ্রই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

এ [illegible] প্রেসিডেন্ট মরহুম শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। তারপর বিগত সরকার কোন নীতিমালা ছাড়াই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তোয়াক্কা না করেই যেখানে যেতেন, সেখানেই সরকারীকরণের ঘোষণা দিতেন। এ রকম বিচ্ছিন্নভাবে ১১৮টি কলেজ ও ১১৩টি স্কুল সরকারীকরণ করা হয়।

কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে এ জন্য ধন্যবাদ যে, একটি নীতিমালার আওতায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ ও এমপিগণের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪৫০টি হাই স্কুল ও ৩০০টি কলেজের মোট ৭৫০টির একটি তালিকা তৈরী করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। আর অর্থ মন্ত্রণালয় এখন অর্থের কারণে ভেটো দিয়ে বসলেন।

অর্থ মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে শিক্ষার মানোন্নয়ন হয় না; বরং চাকুরীরত শিক্ষকগণ লাভবান হয় বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা ঠিক নয়। প্রথমতঃ বলা যায়, বাস্তব পক্ষে বেসরকারীর চেয়ে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলই বেশী ভাল হয়। শিক্ষকগণের আর্থিক উন্নতি হওয়ায় মনের শান্তিতে সন্তুষ্টচিত্তে পাঠদান করতে পারেন। ইন্টারভিউ নিয়ে ছাত্র ভর্তি করানো হয় বলে ভাল ছাত্র ভর্তি হয়, পড়ার মান উন্নত হয়। অন্যদিকে ছাত্র বেতন অনেক কমে যাওয়ার ফলে অভিভাবকগণ লাভবান হন। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে যে সকল থানায় স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ করা হয়েছে, সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ কি আর্থিকভাবে লাভবান হননি? একই সরকারের অধীনে একই পাঠ্যক্রমে লেখা-পড়া করিয়ে কেউ সরকারীকরণের আর্থিক সুবিধা পেল আর কেউ পেল না— তাতে তো বৈষম্যই থেকে গেল। তাহলে পূর্বে জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারী করে বৈষম্য দূর করা হোক। আর্থিক যে হিসাব অর্থ মন্ত্রণালয় দিয়েছে, তা শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন? সরকারের কিছু বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান কি এমন নেই, যেখানে সরকারের প্রতি বছরই আর্থিক লোকসান হয় না? বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার যে ৮০% অর্থ প্রদান করছেন, তা তো পুরোটাই লোকসান। কিন্তু সরকারীকরণ করা হলে ছাত্র বেতন তো সরকার নিয়ে যাবেন। আমরা আশা করি, অর্থ মন্ত্রণালয় এ দিকটি ভেবে দেখবেন।

তাছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার তো শুধু আর্থিক লাভের ভিত্তিতে নয়— গণতন্ত্রের মূল কথাই তো Government of the People, by the People, for the People. তাই জনগণের জন্য সরকারের একের পর এক উন্নয়ন কর্মসূচী থাকবে— এটাই জনগণের প্রত্যাশা। শিক্ষার মত একটি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে বিশ্বের অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথেও আমাদের দেশের মিল থাকা আবশ্যক। আর বাংলাদেশ কি চিরদিনই গরীব থাকবে? একদিন না একদিন আল্লাহর রহমতে ধনী ও উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই। যুগের চাহিদা মোতাবেক আজ হোক, কাল হোক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতেই হবে। তাই ধাপে ধাপে করা হোক।

শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে জনগণ খুশী এবং এতে সরকার বেশ প্রশংসিত হয়েছেন। তাই আলোচ্য প্রতি থানার স্কুল-কলেজ সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব, আমাদের সবিনয় প্রার্থনা— বহুল আলোচিত ও প্রত্যাশিত এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মূল্যায়ন করা হোক।

—কাজী গোলাম মোঃ মহিউদ্দিন,
সিনিয়র শিক্ষক,
হাজীগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল,
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর-৩৬১০।